ভোরের কাগজ

তারিখ 02 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে ডঃ এমাজউদ্দিন আহমেদ ইস্তফা দিয়েছেন গত ২৪ আগস্ট, তার পদত্যাগপত্র সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ, উপ-উপাচার্যকে ভারপ্রাপ্ত নিয়োগদান এবং অবিলম্বে উপাচার্য প্যানেল নিয়োগের জন্যে সিনেট অধিবেশন ডাকা উচিত ছিলো। এই কর্মটি করতে চ্যান্সেলরের সচিবালয় বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক সপ্তাহ সময় ব্যয় করলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠান বিগত এক সপ্তাহ যাবত উপাচার্যহীন বা কর্তৃত্ববিহীন ছিলো। গত দুই সপ্তাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জিম্মি করে রেখেছে বিশেষ একটি দলের সশস্ত্র সন্ত্রাসিরা যারা গত একুশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের দখলে রেখেছিলো। ১২ জুনের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই গত একুশ বছর যে সব শিক্ষক তদানীন্তন সরকারগুলোর তাবেদারী এবং সন্ত্রাসিদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এসেছে তারা ভোল পাল্টাতে থাকে। সদ্য পদত্যাগী সাবেক উপাচার্যের কার্যকলাপ গত সরকারের আমলে এতোই প্রকট ছিলো যে তিনি পদত্যাগ করে শহীদ হতে চেয়েছিলেন, তাকে সেই সুযোগ দেয়ার জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতা এবং অথর্বতাই দায়ী। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস, পরীক্ষা, অফিস এমনকি ব্যাংক ও শিক্ষক কর্মচারিদের বেতন পর্যন্ত বন্ধ আর এই সময়ের মধ্যে উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্যে এমন সব শিক্ষকের নাম সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা ও গোলাপী দলের নেতা শুধু নন প্রতিষ্ঠাতাও বটে। তাহলে আর এমাজউদ্দিনের দোষ কোথায়? এমাজউদ্দিনের মুরুব্বিরা এখন উপাচার্য পদ প্রার্থী? গত একুশ বছরের দখল ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে এ এক চমৎকার চাল।

বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্যে গত এক সপ্তাহ যাবত যে সব নাম পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসিদের জন্যে তা দুঃস্বপ্ন স্বরূপ। যে সব ব্যক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর প্রকাশ্য সভায় বা সংবাদপত্রে খন্দকার মোশতাকের সূর্যসৈনিকদের অভিনন্দন জানিয়েছে কিংবা ওই হত্যাকাণ্ডকে বৈধ আখ্যায়িত করেছে এখন যদি তারা বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভ করে তাহলে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তার সহায় হোন। তবে একটাই ভরসা, পত্র-পত্রিকায় যে শিক্ষাবিদরা উপাচার্যরূপে নিজেদের নাম ভাসাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশনে উপাচার্য প্যানেলে নির্বাচিত হতে না পারলে চ্যান্সেলার তাদের নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন না। এখন যেহেতু উপ-উপাচার্যকে উপাচার্যের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছে এবং তার একমাত্র না হলেও প্রধান কাজ সিনেট অধিবেশন ডেকে উপাচার্য পদের জন্যে তিন জনের প্যানেল নির্বাচন করা তখন পত্র-পত্রিকাগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্তির জন্যে নামের ফানুস না উড়িয়ে বরং উপাচার্য প্যানেলের জন্যে বিএনপি-জামাত সমর্থিত সাদা দল, নিরপেক্ষতার দাবিদার বামপন্থী গোলাপী দল আর বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গত একুশ বছরের সংগ্রামী নীল দল থেকে কারা উপাচার্য প্যানেলের প্রার্থী হচ্ছেন তাদের নাম নিয়ে জল্পনা কল্পনা করা উচিত। সিনেটে উপাচার্য প্যানেলে নির্বাচিত নন এমন কাউকে উপাচার্য নিয়োগ অকল্পনীয়।

পূর্ববর্তী সরকারের আমলে যে প্রক্রিয়ায় ডঃ মনিরুজ্জামান মিঞা আর ডঃ এমাজউদ্দিন আহমেদকে প্রথমে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য পদে নিয়োগ এবং সিনেটকে প্রভাবিত করে পরে উপাচার্য প্যানেলে নির্বাচিত করানো হয়েছিলো সে ঐতিহ্য অনুসরণ না করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। উপাচার্যের ভারপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য ডঃ শহীদউদ্দিন আহমদ বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে সাদা দলভুক্ত ছিলেন সে জন্যে তাকে দায়িত্ব না দিয়ে নীল দলের কোনো প্রবীণ শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতিকে পূর্ববর্তী রেওয়াজ অনুসরণ করে উপাচার্যের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারতো যাতে তিনি তার পদের প্রভাব বিস্তার করে উপাচার্য প্যানেলের তিনজনের একজন হতে পারেন। কিন্তু তা না করে উপ-উপাচার্যকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের নিয়োগ প্রদান করে এবং এক মাসের মধ্যে সিনেট অধিবেশন ডেকে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দিয়ে বিলম্বে হলেও সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে মর্যাদা দানের এটাই রীতি। সিনেটের বৈঠকে যে তিনজন উপাচার্য প্যানেলে নির্বাচিত হবেন তা থেকে যে কোনো একজনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের অধিকার সরকারের রয়েছে এবং সেটাই হবে গণতান্ত্রিক রীতি ও প্রক্রিয়া। যা অনুসৃত না হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন জ্বলবে।